মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ধরে রাখতে হবে : ধর্ম উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
১০ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

যারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার টুঁটি চেপে ধরতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর আইডিইবি মিলনায়তনে ‘টেকসই উন্নয়নে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাধারা : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ এ সেমিনারের আয়োজন করে।

উপদেষ্টা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা একটি বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থা। এটিকে ধরে রাখতে হবে। অতি আধুনিকতার নামে এ শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পতিত হতে দেওয়া যাবে না। এ শিক্ষাব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামি জ্ঞানচর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ ও ইসলামি চিন্তাধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এ শিক্ষাব্যবস্থার অবদান বিশাল। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী ৮৬ বছর আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-ওলামারাই ভারতে জ্ঞানের মশাল জ্বেলেছিলেন। এখনও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করে অনেক আলেম-ওলামা সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি হীনম্মন্যতাবোধ থেকে বের হয়ে আসতে সবাইকে অনুরোধ জানান।

খালিদ হোসেন বলেন, ফ্যাসিবাদ যেন পুনরায় সৃষ্টি হতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আশাবাদী হতে পরামর্শ দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে ড. খালিদ বলেন, বিগত ১৬ বছর মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবদমিত করে রাখা হয়েছিল। সাধারণ কোনো বিষয়ে অনার্স চালু করার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইতিবাচক, কিন্তু ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। এ ধারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হবে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীনের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামসুল আলম। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ। সেমিনারে শতাধিক ইসলামি প-িত, আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী অংশ নেন।